অভিমান আড়াল পরকীয়া ও রহস্য

ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত **'অভিমান'** দেখে লিখছেন **রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**

বহু বছর আগে উত্তম কুমারকে প্রশ্ন করেছিলাম, একটা সিনেমা কীসের জোরে হিট করে? গল্প? উত্তমের উত্তর : গল্প নয়, মুহূর্ত, চোখ বুজলেই যে সব মুহূর্ত মন আলো করে ভেসে আসে, মোমেন্টস যা ভোলা যায় না। তবে, গল্পের প্লট এমন হতে হবে যাতে এই রকম মনে রাখার মতো মুহূর্ত তৈরি করা যায়। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের কাব্যিক এবং সৃজনমুখর পরিচালনায় 'অভিমান' ছবিতে অবিস্মরণীয় মুহূর্তের ছড়াছড়ি। আর প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত প্রতিটি মুহূর্তই তো তাই। আটকে যায় মুগ্ধতায়, স্মৃতিতে। 'অভিমান' ছবির প্রধান চরিত্র গানের রকস্টার আকাশ চট্টোপাধ্যায়। তার চরিত্রে অনর্গল অবিস্মরণীয় মুহূর্তের মালা গেঁথে গেছে, কী সহজ সাবলীল উপচেপড়া প্রতিভার প্রবুদ্ধ প্রকাশে প্রসেনজিৎ! এবং প্রসেনজিৎ প্রতিটি মুহূর্তে আগের মুহূর্তের সীমানা ছাড়িয়ে, আরও গভীর, আরও প্রসারী, আরও স্পর্শময়, আরও সংবেদী! এই ছবির গূঢ়তম অভিমান প্রসেনজিৎ। শেষ পর্যন্ত অনির্ণেয় রহস্য প্রসেনজিৎ। এবং ক্রমাগত প্রসারিত আকাশ প্রসেনজিৎ। আমি বিস্মিত। মুগ্ধ। তার প্রতিভার কাছে কৃতজ্ঞ। এই ছবির গল্প লিখেছে যিশু, যিশু সেনগুপ্ত, বিখ্যাত অভিনেতা। সে গল্পটা ভেবেছে, লিখেছে, ক্যামেরায় চোখ রেখে, সিনেমার ইডিয়মে। সিম্পলি ব্রিলিয়ান্ট, যেভাবে সে গল্পে মিশিয়ে খোলা ছাদে অসংখ্য মোমবাতির গলন তার আর শুভশ্রীর (ছবিতে শুধু 'শ্রী' সন্ধ্যারাগ অর্থে) হৃদয় গলনের সঙ্গে। এবং যিশুর সমস্ত গল্প জুড়ে এক ম্যাজিক তারল্য, অভিমানের। নানা পরতের অভিমান। বিচিত্র পারস্পরিকতার অভিমান। সম্পর্কের বুননে বুননে অভিমান। শ্রীজাতর লেখা সংলাপ প্রবিষ্ট হতে পেরেছে বিষয়ের এই সেন্ট্রাল লিকুইডিটি, কেন্দ্রীয় তারল্যে। যুক্ত করেছে বাংলা ছবিতে বিরল মাত্রা। এই ছবির গল্প কিছুতেই বলে দেওয়া উচিত নয়। যদিও এই ছবি যিশু ও সৌরভ দাসের 'হোয়াই সো সিরিয়াস' ফিল্মস সৃজন-সংস্থার প্রথম প্রয়াস, 'অভিমান' কিন্তু প্রবল সিরিয়াস ছবি। এই ছবির বিষয় স্তিমিত আলোয় যিশু-শুভশ্রীর আঁচলাগা মর্মে মোমের মতো গলে পড়া ভালোবাসা, বারবার আগ্রহী আদর (যিশুর নামও তাই), উদগ্রীব ঠোঁট, তৃষিত চোখ, আতপ্ত আলিঙ্গন। আবার আছে নিঃসঙ্গ প্রসেনজিতের অভিমানী কান্না, শুভশ্রীর শরীরে মুখ গুঁজে। এই গল্প যতখানি অভিমানের ততখানি রহস্যের, যে রহস্য জীবিত থাকে ছবির শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, এমনকী যখন শৌভিক

আলোর মঞ্চব্যাপী মায়ায় দু'হাত মেলে শুভশ্রী সত্যিই হয়ে ওঠে সন্ধ্যার শ্রীরাগ, ডাক দেয় তার আলিঙ্গনে তার আকাশ প্রসেনজিৎকেই। হরিচরণ তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষ-এ বলেছেন, 'শ্রী' হল বড় রাগের অন্তর্গত রাগ। জড়িয়ে আশ্রিত থাকতে ভালোবাসে। তাই শুভশ্রীর এই ডাক বহুমাত্রিক, যদিও এখন সে যিশুর প্রেমিকা, যে প্রসেনজিতের পুত্রের ভূমিকায়। এই ছবির শুভশ্রী অনন্য, তার তারল্যে, তার বেদনায়, তার অভিমানে। বিচিত্র অর্থে অভিমান এসেছে এই ছবিতে। যিশু চাপা অভিমানের এক রূপ। কাঞ্চন অমার্জিত অভিমানের আর এক রূপ। অব্যর্থ। কিন্তু প্রসেনজিৎ-শুভশ্রীর অভিমান আমাদের, অন্তত আমাকে নিয়ে গেছে, ফ্রয়েডীয় বিপদ সীমানায়! বিশেষ করে ছবির সেই অবিস্মরণীয় ক্লোজআপে, যেখানে প্রসেনজিতের নিঃসঙ্গ নৈকট্যে শুভশ্রী তাকে বলছে, অভিমানে ও আদরে, আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব। বড় রাগের আশ্রয় থেকে শ্রীরাগ তো বেরতে চায় না। প্রসেনজিতের পানে শেষ দৃশ্যে শুভশ্রীর ওই আহ্বান ও অভিমান কম্পমান মন ও শরীরের জটিল সীমানাতরঙ্গে। সেই রহস্য ও অভিমান সমস্ত ছবিজুড়ে তৈরি করেছে শ্রীজাতর চিত্রনাট্য, প্রতীপ মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরা।

রেটিং ★★★★

আর এই অভিমানের একদিকে যিশু ও শুভশ্রী। অন্যদিকে রহস্যময় ডিমেনশিয়ায় অতীত ও বর্তমান লুপ্ত অভিমানে প্রসেনজিৎ। আশ্চর্য! 'অভিমান' শব্দের কোনও ইংরেজি নেই। অ্যাংলো-স্যাক্সন যাপনে ও মননে অভিমান অনুপস্থিত। গ্রিক নাটকেও অভিমান পাইনি। অভিমান একান্তভাবে বাঙালি মনের সোনালি সম্পদ। প্রতিটি বাঙালির দেখা উচিত 'অভিমান' নিজেকে পেতে। এবং ২ ঘণ্টা বিশ মিনিটের মতো সময় ধরে অন্য সব ভুলে থাকতেও। যা আমাদের সবকিছু ভুলিয়ে রাখবে সমস্ত ছবি জুড়ে তা হল, সংগীত ও সুর।

পুনশ্চ ঃ মৃদু গৃহবধূ, প্রসেনজিতের স্ত্রীর ভূমিকায়, সোহিনী সরকারের অভিমান তাকে নিয়ে যাচ্ছে পরকীয়ায়। সোহিনী সেই জাতের শিল্পী, যার মায়াবী মাধুর্যের গায়ে এক ফোঁটা পরকীয়া! আহা!

দর্শককে নিমজ্জিত রাখে

সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি প্রসিত রায় পরিচালিত সিরিজ **'রাখ'** মিস করা যাবে না।
স্বাতী চট্টোপাধ্যায় ভৌমিক

১৯৭৮ সালের আগস্ট মাসে রাজধানীতে দুই ভাইবোন গীতা ও সঞ্জয়ের অপহরণ ও নৃশংস খুনের ঘটনা সারা দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সেই রঙ্গা-বিল্লার ভয়াবহ অতীতকে নতুনরূপে দর্শকের সামনে নিয়ে এলেন পরিচালক প্রসিত রায়। তবে শুধু ভয় নয়, চিত্রনাট্য, পরিচালনা আর অভিনয়ের গুণে অসহায় কষ্ট ও অনেকটা মনখারাপের আবহ উপহার দিয়ে গেল প্রাইম ভিডিও-র নতুন সিরিজ 'রাখ'। সাহিল আর সুমন, দুই ভাইবোন রেডিয়ো স্টেশন যাওয়ার পথে প্রবল বৃষ্টিতে নিরুপায় হয়ে এক অচেনা গাড়ির কাছে লিফট চেয়েছিল। সেই থেকে নিখোঁজ দুই ভাইবোনের লাশ দু'দিন পর খুঁজে পাওয়া গেল জঙ্গলের ভিতর। ভেঙে পড়লেন আর্মি অফিসার বাবা। প্রচণ্ড শকে অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করলেন মা মোনা। দিল্লি পুলিশ ছুটে বেড়াতে লাগল অপরাধীদের সন্ধানে। কারা করল এমন নৃশংস খুন, কী হয়েছিল সেদিন বিকেলে?

সিনেমা সিরিজকে প্রাথমিকভাবে বিনোদন মাধ্যম হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু এ কেমন বিনোদন, যে ঘটনা আটচল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও দর্শকদের নির্বাক করে তুলতে পারে! সুমন আর সাহিলের মৃত্যু ঘিরে আবর্তিত হয়েছে আট এপিসোডের অনুসন্ধান প্রক্রিয়া, চাপা কষ্টের বাতাবরণ। অপরাধীরা ভয়ঙ্কর নৃশংস হলেও পরিচালক শুধু খুনি খোঁজার থ্রিলার হিসেবে তৈরি করেননি এই সিরিজ। একইসঙ্গে অনেকগুলো 'যদি'র মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ সিরিজের গল্প দর্শকের মনে দাগ কেটে যেতে থাকবে। যদি সেদিন বৃষ্টি না হত, যদি সুমনদের মা সঙ্গে যেতেন, যদি হলুদ ফিয়াট দেখে সুমন লিফট না চাইত, এমন

রেটিং ★★★

আরও অজস্র আফসোস আচ্ছন্ন করে রাখে সিরিজ জুড়ে। সেই সম্ভাবনার কথাও দেখিয়েছেন পরিচালক, যদিও শেষ পর্বটি দেখতে স্নায়ুর জোর থাকা প্রয়োজন। বিবেকহীনতা সেই অর্থে রোগ না হলেও সাধারণত জন্মগত অপরাধীদের মধ্যে এরকম প্রবণতা দেখা যায়। তেমনই এক ভয়াবহ সাইকোপ্যাথ চরিত্র 'বাবু'। অসম্ভব দক্ষতায় চরিত্রটি পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন আকাশ মাখিজা। সমস্ত সিরিজ জুড়ে অদ্ভুত এক গা রি রি করা ঘেন্না জন্মায় তাঁকে দেখে। একইরকম অনবদ্য অভিনয়ের সাক্ষর রেখেছেন 'রজ্জো' রূপী রমনদীপ যাদবও। ভারতে ফরেনসিক বিজ্ঞানের শুরুর সময়কে সিরিজে তুলে ধরা হয়েছে, যাকে নিঃসন্দেহে এক জরুরি অধ্যায় বলা যেতে পারে। সাব ইন্সপেক্টর জয়প্রকাশের চরিত্রে সম্ভবত তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করলেন আলি ফজল। হতাশায় ডুবে যেতে যেতে তাঁর হার না মানা জেদও এই সিরিজের সম্পদ। মনে থেকে যাবে অরোরা দম্পতির চরিত্রে আমির বশির ও সোনালি বেন্দ্রের অভিনয়। সামান্য সংলাপ, বাকিটা অভিব্যক্তি দিয়ে নজির রেখে গেলেন দুজনেই। রাকেশ বেদি, অংশুল চৌহান, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, বাহারুল ইসলাম, মুকুন্দ পাল প্রত্যেকেই অনবদ্য। আর অবশ্যই মনে থাকবে অপরাধীদের সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস অবধি লড়ে যাওয়া নিষ্পাপ দুই কিশোর-কিশোরীর চরিত্রে দিব্যা শর্মা ও ভিভান শর্মাকে। সম্ভবত এই বছরের সেরা সিরিজ দর্শকদের উপহার দিয়ে গেলেন 'পাতাল লোক' খ্যাত বাঙালি পরিচালক প্রসিত রায়।

সুরেলা সংযুক্তি

বাংলা বিনোদন জগতের জন্য উল্লেখযোগ্য খবর, সম্প্রতি 'ওয়ার্নার মিউজিক'-এর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল 'এসভিএফ' এন্টারটেনমেন্ট। এমন আন্তর্জাতিক মানের মিউজিক কোম্পানির সঙ্গে সংযুক্তির ফলে বাংলা সুরের জগৎ অন্য দিশা দেখবে এমনটাই মনে করা হচ্ছে। ওয়ার্নার মিউজিক পূর্ব ভারতে নিজেদের প্রসারিত করার ভাবনা নিয়েই এসভিএফ-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। সংস্থার অন্যতম কর্ণধার মহেন্দ্র সোনির বক্তব্য, এর ফলে বাংলা গান ও শিল্পীদের কাজ বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়া যাবে।

উজানের প্রথম বাংলা ছবি

বাবা-মায়ের মতো একই পথ অনুসরণ করলেন উজান গঙ্গোপাধ্যায়। কৌশিক ও চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায় সুযোগ্য পুত্র উজান পরিচালিত প্রথম ছবি 'কাতুকুতু বুড়ো' মুক্তি পাবে ২৪ জুলাই। সম্ভবত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত শেষ ছবি এটি। শুধু পরিচালনা নয় এই ছবিতে অভিনয়ও করবেন উজান। 'কাতুকুতু বুড়ো'তে অভিনয়ের মাধ্যমে টলিউডে ডেবিউ করতে চলেছেন সঙ্গীত শিল্পী রাপূর্ণা ভট্টাচার্য।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রকৃতির মাঝে নিজের যোগ অনুশীলনের ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী ইধিকা পাল।

হ্যাপি ফাদার্স ডে

পিয়া চক্রবর্তী গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিয়েছেন পরমব্রত ও ছোট্ট নিষাদের জলকেলির মুহূর্ত। পিতৃদিবসে বাবা-ছেলের অনেক না-বলা কথা যেন ধরা রইল মা পিয়ার পোস্টে।

'বড় ছবি, ছোট ছবি, তকমায় বিশ্বাস করি না'

গতকাল **অমিতাভ বচ্চন** শেয়ার করেছেন তাঁর ছবির ট্রেলার। **'অনেকদিন পর'** মুক্তির আগে **সৌরভ পালোধি**র সঙ্গে কথোপকথনে **শম্পালী মৌলিক**

আপনার পরপর দুটো ছবির পোস্টারেই সাইকেল। 'অঙ্ক কি কঠিন' আগে এসেছে। এই শুক্রবার আসছে 'অনেকদিন পর'। মিল আর অমিল কতটা?

■ ঠিক (হাসি)। মিল হচ্ছে দুটোই মানুষের গল্প, শিকড়ের গল্প। এবং সত্যি গল্প। সব শ্রেণির জীবনে যেমন ঘটে। মানুষ যেমন একলা হয়ে যাচ্ছে, এটা একসঙ্গে থাকার একটা গল্প। কিছু শ্রেণি হয়তো সংসার চালানোর পয়সা জোগাড় করতে পারছে না। আর কিছু শ্রেণির কাছে টাকা আছে, ব্যয় করার লোক নেই। সেই সব একাকীত্বের গল্প, যাতে সেই ফাঁক-ফোকরগুলো পূরণ হয়।

আর অমিল?

বিষয়গতভাবে অমিল আছে। দুটো ছবির মোটিভ একই। সামাজিক কথা বলার আমার একটা মোটিভ আছে। 'অঙ্ক কি কঠিন'-এ যেমন স্কুল খোলার মাধ্যমে সকলে এডুকেশন পাক বলতে চেয়েছিলাম। এখানে আজ না হোক, অনেকদিন পরে হলেও সবাই যেন একসঙ্গে থাকে, এটাই বলার চেষ্টা করেছি। শুধু বাবা, মা, ছেলে, বউ নয় পাঁচটা বন্ধু হলেও যেন একসঙ্গে থাকে। একসঙ্গে থাকাটা খুব জরুরি। একলা হয়ে যাওয়াটা সলিউশন নয়। তাই সংগঠন প্রয়োজন। যে কোনও রকমে।

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ছবিটা প্রযোজনা করেছেন, এটা কতটা সাহায্য করবে?

■ এই ধরনের ছবিতে চট করে কোনও প্রোডিউসার রাজি হন না। আমি 'অঙ্ক কি কঠিন'-এর জন্য রানা সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। 'অনেকদিন পর' প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় প্রোডিউস করছেন। তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এরকম ছবি নিয়ে আমার বহু চেনা-পরিচিত, বা সিনিয়র, জুনিয়র, পরিচালক এমন গল্প নিয়ে বসে আছে বা সিনেমা বানিয়েছে, সেইগুলো জায়গা মতো প্লেসড হচ্ছে না। কারণ একা সেই খরচ করা বা রিলিজ করানো সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে আমি একটু লাকি। আমি যে বিপ্লব করে ফেলেছি তা নয়, এরকম অনেক ভালো বা এর থেকেও দারুণ কাজ হচ্ছে। তারা স্পেস পাচ্ছে না। আমি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে অ্যাকসেস করতে পারি বলে এটা আমার সৌভাগ্য। আমি প্রিভিলেজড। বুম্বাদা যখন বলছেন যে, আপনারা এই ছবিটা দেখুন। এই ছবি হওয়া প্রয়োজন আছে। তখন সেটা তো একটু ভ্যালু অ্যাড করেই। 'দোস্তজী'র ক্ষেত্রেও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় প্রেজেন্ট করার পর অনেক মানুষ দেখেছিল। ছবিটা তো ভালোই। কিন্তু এই যে মানুষের কাছে পৌঁছনোর জন্য তো একটা নামের প্রয়োজন হয়। পার্ট করার জন্য বলছি না, প্রেজেন্ট করার জন্য। স্টাডি করে বুঝেছি, বুম্বাদা এই ধরনের কাজ যাতে আরও পোর্ট্রেড হয়, আরও লোকের কাছে পৌঁছয়, সেটা আপ্রাণ চাইছেন।

'যে জানালাগুলোর আকাশ ছিল' নাটকটা এমন উচ্চতায় পৌঁছেছে যেটা আপনার ছবিটাকে এগিয়ে দেবে মনে হয়?

■ নাটক রিচ বাট মাইনরিটি আর্ট। একটা নাটক আমাদেরই বানানো সিনেমাকে এগিয়ে দিতে পারবে কি না, এটা যে প্রশ্ন হিসাবে আসছে, এটা আমার কাছে গর্বের, আনন্দের। অনেক মানুষ দেখছে। এর আগে অন্য নাটকও যেভাবে চলেছে তো, একই রকম। এটার ক্ষেত্রে আমাদের কাছে আলাদা করে খুব একটা উচ্ছ্বাস নেই। এই নাটকটায় তো আরও উচ্ছ্বাস নেই, কারণ রাহুলদা। খুব কাছের। আরও বেশি কাছের হয়ে গিয়েছে নাটকটা। সেটা ছবিটাকে হেল্প করবে কি না জানি না। ছবিটা ছবির মতো করেই চলুক। এটাকে হেল্প করতে পারবে একমাত্র মানুষ দেখে। 'অঙ্ক কি কঠিন'-এর সময় প্রতিজন দেখে আরও পাঁচজনকে বলেছিল ছবিটা দেখার জন্য। এর থেকে বড় প্রোমোশন, হোর্ডিং, নিউজ পেপার, বিশাল পয়সা খরচা করেও হয় না, যদি মানুষ মানুষকে বলে।

বিশ্বকাপের মরশুম, একটা বড় ছবির পর আসছে আপনার ছবি, এগুলো কি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে?

■ আমি নিজেই বিশ্বকাপ দেখতে ব্যস্ত (হাসি)। রাতে ঘুম হচ্ছে না, দিনের বেলায় ঘুমোচ্ছি। তবে ওয়ার্ল্ড কাপ থাকুক, রাত্রিবেলা খেলা দেখাও থাকুক। বড় ছবি, ছোট ছবি— এই টার্মে বিশ্বাসী নই। প্রচুর নামী মানুষ অভিনয় করছেন বলে সেটা বড় ছবির আখ্যা পাবে। আর নামী মানুষ ছবিতে না থাকলে বড় ছবির আখ্যা পাওয়া যায় না, এটায় আমি বিশ্বাস করি না। আর কোনও ছবির জন্য অন্য কোনও ছবি মরে যায়, তাও মানি না। মানুষ 'অভিমান' দেখবে, ভালো লাগলে অন্যদের বলবে। মানুষ 'অনেকদিন পর'-ও দেখবে। ভালো লাগলে সেটাও পাঁচজনকে বলবে। বিশ্বাস করি, মানুষ যদি নিজের শিকড়ের গল্প চোখের সামনে দেখতে পায়, তাহলে সেই মানুষই ব্যবস্থা করে দেয় যাতে আরও দু'জন দেখতে পায়। একশো টাকায় বানানো হলেও সেটা ছবি বা একশো কোটিতে বানানো হলেও তার ডেফিনিশন ফিল্ম। টাকা বা স্টার কাস্টের নিরিখে বড়-ছোট ছবির বিষয়টা আনতে চাই না। 'ধুরন্ধর' বড় ছবি আর 'দোস্তজী' ছোট ছবি, মানতে পারব না। যার যেমন জনার পছন্দ, সে তেমন ছবি দেখবে। সবক'টাই দেখা প্রয়োজন। প্রচুর টাকা খরচ করে প্রচুর লোকের জন্য যে ছবি বানানো হয়, সেগুলোও দেখুক, তাহলে ইন্ডাস্ট্রির ভালো। আর আমাদের মতো যারা চেষ্টা করছি, সবই বার বার দাগিয়ে দিচ্ছে ছোট ছবি, সেগুলোও দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে।

আপনার নিজস্ব দর্শক তৈরি হয়েছে। কতটা আশাবাদী?

■ আমার দর্শক বলে কিছু হয় না। মানুষ সমাজের গল্প দেখতে চায় থিয়েটার এবং ফিল্মে। আমি তো সভা করতে পারব না, গল্প বলার কাজ করি থিয়েটারের মাধ্যমে, সিনেমা কম করি। কারণ কম পাই। আমি একটা গল্প বলার চেষ্টা করি যেখানে মানুষ নিজেদের দেখতে পাবে।

চিত্রাঙ্গদা, বিমল গিরি বিভিন্ন ছবিতে ছাপ ফেলেছেন। সেটা প্লাস পয়েন্ট। কী বলবেন?

■ চিত্রাঙ্গদা-বিমল সবাই আমার খুব পছন্দের। এই ছবি বানানোর আগে চিত্রাঙ্গদার কোনও ফিল্ম দেখিনি। তবে 'কালার ব্লাইন্ড' নাটকে ওর কাজ দেখে আমার ভালো লাগে। তাই কাস্ট করা। ও খুবই ইন্টেলিজেন্ট অ্যাক্টর। অভিনয় নিয়ে চর্চা করে। পুরো কাস্টটাই যদি দেখো, তারা সবাই অ্যাক্টর। কে পার্ট করছে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেন আর কেমন এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাস করি, মানুষ 'নাম' দেখে সিনেমা দেখে না এখন। আমরা সবাই 'লাপতা লেডিজ' দেখেছি কিন্তু কেউ সেই হিরো-হিরোইনদের নাম বলতে পারব না গুগল না করে। শিকড়ের গল্প বলা গেলে আর ভালো পারফরম্যান্স হলে, মানুষ দেখবে।

'আমাদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা নেই'

কোন প্রসঙ্গে এ কথা বললেন **আদৃত রায়**? বিরতির পর আবার **'কুমকুম'** ধারাবাহিকে ফিরছেন তিনি। **পূর্বাশা দাস**

বিরতি কাটিয়ে ছোটপর্দায় ফেরা। দর্শকের বিপুল প্রত্যাশায় আদৃতের কাঁধে দায়িত্বভার বেশি?

■ আমি শুধু আমার একার দায়িত্ব বলব না। এটা পুরো টিম ওয়ার্ক। অনেকের হার্ডওয়ার্কের ফল এই সাফল্য।

একাধিকবার আপনার অভিনীত ধারাবাহিক 'বেঙ্গল টপার' হয়েছে। ফের টপার হওয়ার দৌড়ে চ্যানেলের বাজি আপনি?

■ আমি ফরচুনেট যে আমাকে কিছু মানুষ ভীষণ ভালোবাসেন। জানি যে আমি শো করলে তাঁরা দেখবেন। তবে আমি মনে করি না, আদৃত রায় এত বড় কোনও নাম যে তাঁকে বাজি ধরা যেতে পারে। শুধুমাত্র মন দিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে আমার চরিত্রটুকু ফুটিয়ে তুলতে চাই।

টিআরপি-র স্কোর, বেঙ্গল টপার এগুলো প্রভাবিত করে?

■ ভাবিত নই। আমি শুধু আমার কাজটুকু করে যেতে চাই। টিআরপি, বেঙ্গল টপার এগুলো শুধু অভিনেতার কৃতিত্ব নয়। গল্পের একটা বড় ভূমিকা থাকে। আবারও রাখি ম্যামের (শাশ্বতী ঘোষ) গল্পে কাজ করছি 'কুমকুম'-এ। আশা করছি, দর্শকের ভীষণ ভালো লাগবে।

টিআরপি-র সাম্প্রতিক ট্রেন্ড নিম্নমুখী। সেখানে শাশ্বতী ঘোষের কলম এবং আপনার অভিনয় কি টিআরপি-র মোড় ঘুরিয়ে দেবে?

■ আমি লাকি যে রাখি ম্যামের গল্পে আবার কাজ করতে পারছি। আমাদের 'কুমকুম'-এর পথচলা সবে শুরু হয়েছে। গল্পে অনেক কিছু রয়েছে। যৌথ পরিবারের বেঁধে বেঁধে থাকার গল্প। আশা করছি, দর্শকের ভালো লাগবে।

আপনার নতুন ধারাবাহিক 'কুমকুম' এবং আপনার স্ত্রী কৌশাম্বির ধারাবাহিক 'গঙ্গা' পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। দু'জনের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা চলে?

■ না, আমাদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা নেই। আসলে শিল্পীদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা হয় না বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আমার মতো করে চরিত্রগুলোতে অভিনয় করি এবং কৌশাম্বি ওর মতো অভিনয় করে। আমরা বাড়িতে গিয়ে একে অপরের অভিনয় নিয়েও খুব একটা আলোচনা করি না। আর একটা কারণ আমার বাড়িতে কারও যে আমার অ্যাক্টিং খুব একটা ভালো লাগে তা নয়। আমি নিজেকেও অভিনেতা হিসাবে খুব বড় কিছু মনে করি না। আমি অভিনেতা হিসাবে নিজেকে আরও উন্নত করতে চাই।

'কুমকুম'-এর ঈশান ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে, 'বাঙালি ব্যবসা বিমুখ'— এটা বিশ্বাস করেন?

■ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। তবে বাঙালি ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে আছে। আসলে আমাদের মধ্যে ছোট থেকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, ভালো করে পড়াশোনা করে ভালো চাকরি করো। তবে হয় না বলে কিছু সত্যিই হয় না। চেষ্টা থাকলে অসম্ভবকেই সম্ভব করা যায়।

এখন অনেক অভিনেতাই অভিনয়ের পাশাপাশি নিজের স্টার্টআপ শুরু করছেন। আপনার সেরকম ইচ্ছা আছে?

■ না। আমার ব্যবসার দিকে কোনও মন নেই। আমি শুধু অভিনয় এবং গান-বাজনা নিয়েই থাকতে চাই।

অভিনেতা না হলে কোন পেশা বেছে নিতেন?

■ অভিনেতা না হলে ইংরেজির শিক্ষক হতাম। আমি আমার মাকে দেখেছি। আমার মা শিক্ষিকা। তাই আমার মধ্যে এই ধারণাটা ছিল। কোনও স্কুলে ইংরেজি পড়ানোর শখ আমার প্রবল।

নতুন মার্ডার-মিস্ট্রি

ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় মৈনাক, মৌবনী, রজতাভ, বিশ্বনাথ, তন্নিষ্ঠা

রাজনৈতিক পালাবদলের পরেই টলিউডে নতুন প্রযোজকের সংখ্যা বাড়ছে। তৈরি হচ্ছে নতুন ছবি। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন মার্ডার-মিস্ট্রি 'তুমি এলে তাই'। এই ছবিতে একঝাঁক অভিনেতাকে দেখা যাবে। ছবির পরিচালক রত্নাকর কর্মকার। মূল ভাবনা মুনমুন দাসের এবং

চিত্রনাট্য অমল চক্রবর্তীর। পুলিশ অফিসারের চরিত্রে 'হিরো'র ইমেজে দেখা যাবে মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এছাড়াও অভিনয় করছেন রজতাভ দত্ত, মৌবনী সরকার, বিশ্বনাথ বসু, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তন্নিষ্ঠা বিশ্বাস-সহ আরও অনেকে। এই ছবির মাধ্যমে অনেকদিন পর পর্দায় দেখা যাবে মৌবনীকে। 'তুমি এলে তাই'-এর 'নীলম' মৌবনী। অনেক মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে নীলমের জীবন। ছবিতে পুলিশ অফিসারের চরিত্রে বিশ্বনাথ বসু। একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কলেজ প্রফেসরের চরিত্র ফুটিয়ে তুলবেন তিনি। বোলপুরে সম্প্রতি শুটিং শুরু হয়েছে। এই নতুন মার্ডার-মিস্ট্রির রহস্য কতটা জমাট বাঁধল তা জানতে আরও কিছুটা অপেক্ষা করতেই হবে।